ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 177 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৩ ● কলকাতা ● ২৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিপদ চতুর্গুণ বাড়ল শাহজাহানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার পথে অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনা। তাতে সাক্ষীর ছেলে-সহ চালকের মৃত্যু। তাতে আবারও নাম জড়িয়েছে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানেরই। অভিযোগ উঠছে, জেলে বসেই খুনের প্ল্যান ছকেছেন তিনি। তাতে নতুন করে বিতের্কের পারদ চড়েছে। এরই মধ্যে আগামীতে আরও বিপাকে শাহজাহান!উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে শাহজাহানের বিরুদ্ধে মূলত রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়েছিল ইডি। সেখানে ব্যাপক বাধার মুখে পড়তে হয়। সেই থেকে শুরু। এরপর কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ে কেউটে। যা রীতিমতো জাতীয় রাজনীতিতেও শোরগোল ফেলে দেয়।শাহজাহানের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখলের অভিযোগের সারবত্তা রয়েছে, হাইকোর্টে এমনই অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা করেছে সিবিআই। জোর করে জমি দখল, চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি করে ফেলা, এহেন ভুরিভুরি অভিযোগ সামনে উঠে এসেছিল

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 140

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্য আমরা চিত্তের উপর যতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, আমাদের ততটাই চিত্ত শুদ্ধ করা উচিত, অন্যথায় শুদ্ধ ও পবিত্র, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত চিত্ত আমাদের নিজের জন্য ঘাতক সিদ্ধ হতে পারে।"

একদিন খুব সকালে গুরুদেব আমাকে জাগালেন আর নিজের সাথে নিয়ে গুহার বাইরে বেরোলেন এবং পরে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করেন ও অনেক দূর পর্যন্ত চলতে থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রী সারদা মায়ের ১৭৩ তম আবির্ভাব তিথি পালন করল বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠ

বেবি চক্রবর্ত্তী

বারাসত, ১১ই ডিসেম্বর : বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে শ্রী শ্রী সারদাদেবীর ১৭৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার মূল জন্মতিথির দিন মঠ প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই ভক্তসমাগম ছিল নজরকাড়া।

এদিন ভোরবেলা মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, হোম, চণ্ডীপাঠ ও বিশেষ পূজাপাঠ এবং আশ্রমের সন্ন্যাসী এবং ভক্ত সমন্বয় নগর পরিক্রমার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি সূচনা হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মঠে সাধারন মানুষের ভিড় বেড়তে থাকে।

আজকের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভক্তিমূলক গান, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চণ্ডীপাঠ, আলোচনা চক্র, পৌরাণিক যাত্রাপালা, শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, গীতা পাঠ এবং স্তব গান ইত্যাদি।

মঠ কর্তৃপক্ষ জানান, সারদা মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এ বছরেও পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই বছর ভক্তদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। জন্মতিথি উপলক্ষে মঠের তরফে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বাঁকুড়ায় ২০০জন মুসলিম যোগ দিলেন বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় মুসলিম বিরোধী নই, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম বিরোধী। এই কথাই বারেবারে শোনা গিয়েছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। এবার কি সেই মন্তব্যেরই বাস্তবায়ন করে দেখাল বিজেপি? মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'শো জনকে দলে যোগদান করালেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। গতকাল রাতে বাঁকুড়ার সার্কিট হাউস মোড়ে বিজেপির একটি দলীয় কর্মসূচি ছিল।আর পরিষ্কার বলছি যাঁরা বাবরের তাঁবেদারি করবে তাঁদেরও এই দেশে থাকতে দেব না।" মন্দির-মসজিদ হিন্দু-মুসলমানের আমদানি সব বিজেপির কাছ থেকে হয়েছে। আর রাহুল সিনহা নিজেই দলের মধ্যে ব্রাত্য। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যের কোনও যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।" তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সহ সভাপতি বিধান সিংহ বলেন, "মন্দির-মসজিদ হিন্দু-মুসলমানের আমদানি সব বিজেপির কাছ থেকে হয়েছে। আর রাহুল সিনহা নিজেই দলের মধ্যে ব্রাত্য। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যের কোনও যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।"সেখানে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল সিনহা। বাঁকুড়া বিধানসভা এলাকার প্রায় ২০০ জন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন রাহুল। রাহুলের বক্তব্য, তৃণমূলে যে সকল লোকজন যোগদান করেন তাঁরা কেউই এলাকার বাসিন্দা নয়। রাজ্য নেতৃত্বকে দেখানোর উদ্দেশ্যই থাকে তাঁদের।

রাহুল সিনহা এ দিন বলেন, "ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। কেউ এক চুলও বেশি ও একচুল কম নয়। নজরুলের বাণীকে স্মরণ করি। কিন্তু আমরা কোনও ভাবেই বাংলাদেশ, আরব, মায়ানমার থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দেব না।

হুমায়ুনের ৮ হায়দরাবাদি বাউন্সার নাকি কলকাতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের বিতর্কে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । আগেই জানা গিয়েছিল, সৌদির 'ক্বারী' বলে বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে যে দু'জনের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তারা আদতে বাংলার। এবার প্রকাশ্যে নয়া তথ্য। জানা যাচ্ছে, হায়দারবাদ থেকে যে ৮ জন বাউন্সার এসেছে বলে জানানো হয়েছিল, আদতে নাকি তারা কলকাতার।হুমায়ুন জানিয়েছেন, তিনি কোনওকারণে হায়দরাবাদের সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁরা জানান, বাউন্সাররা নথির সমস্যার কারণে বিমানবন্দরে আটকে। এরপরই তিনি জানতে পারেন তাঁর সঙ্গে থাকা বাউন্সাররা কলকাতার! গোটা বিষয়টাই চক্রান্ত বলে দাবি হুমায়ুনের। তাঁর কথায়, "এত বৃহত্তর চক্রান্ত চলছে যে আমি খেই হারিয়ে ফেলছি। যাঁদের হায়দরাবাদি বলে জানতাম, পরে জানলাম তাঁরা সকলেই কলকাতার।"বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি নাকি ফের প্রতারিত হয়েছেন। তৃণমূল সাসপেন্ড করার পরই বারবার প্রাণনাশের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিপদ চতুর্গুণ বাড়ল শাহজাহানের

শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই এর তরফে করা অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা পড়েছে হাইকোর্টে। হাইকোর্টের নির্দেশেই অনুসন্ধান চালায় সিবিআই।

এলাকায় ক্যাম্প অফিস করে, গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে অভিযোগ গ্রহণ করে সিবিআই। এতদিন যাবৎ সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে অনুসন্ধান চালানো হয়। সিবিআই সূত্রে দাবি, জমি দখল সংক্রান্ত জমা পড়া অভিযোগের মধ্যে প্রায় ৩০০০ অভিযোগের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য প্রমাণ রয়েছে। জমি দখলের ক্ষেত্রে শাহজাহানের ভাইয়ের নেতৃত্বে এলাকায় শাহজাহানের বাহিনী কাজ করতেন, এমনই প্রমাণ মিলেছে অনুসন্ধানে। জোর করে জমি দখলের অভিযোগের সারবত্তা রয়েছে, এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টে অনুসন্ধান রিপোর্ট পেশ করেছে সিবিআই। সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা প্রায় তিন হাজার অভিযোগ খতিয়ে দেখে অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ তথ্যই কলকাতা হাইকোর্টে জমা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। যদি জমি দখলের অনুসন্ধান রিপোর্টের সত্যতা আদালতে প্রমাণিত হয়, তাহলে শাহজাহানের বিপদ আরও বাড়তে পারে। জামিন পেতেও সমস্যা হতে পারে।

(২ পাতার পর)

হুমায়ুনের ৮ হায়দরাবাদি বাউন্সার নাকি কলকাতার

আশঙ্কার কথা শোনা গিয়েছিল ভরতপুরের বিধায়ক মুখে। সেই কারণে আগামী তিনমাসের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করেছেন তিনি। আপাতত আকাশপথের ঘোরার পরিকল্পনা হুমায়ুনের। একই সঙ্গে বিধায়ক জানিয়েছিলেন, তাঁর নিরাপত্তায় এক শিল্পপতি ৮ জন হায়দরাবাদি বাউন্সার পাঠাচ্ছেন, যারা সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকবে। সেই মতোই দিন কয়েক আগে হুমায়ুনের পাশে দেখা যায় কয়েকজন বাউন্সারকে। কয়েকদিনের মধ্যেই পর্দাফাঁস। বুধবার রাতে জানা গেল, এই আটজন নাকি কলকাতার! বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতেই বেজায় চটেছেন হুমায়ুন। শোনা যাচ্ছে, বাউন্সাররা কলকাতার জানামাত্রই নাকি তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন তিনি।

শ্রম বিধি ঝুঁকিবহুল শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিরাপত্তা আরও মজবুত করেছে

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

সকল শ্রমিকের জন্য বার্ষিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

চাকরিতে যোগদানের আগে, কর্মকালীন নির্দিষ্ট সময়ে এবং ঝুঁকির সংস্পর্শ-পরবর্তী চিকিৎসা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ইএসআই সুবিধা, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও বার্ধক্য সুরক্ষা নিশ্চিত ঝুঁকি মূল্যায়ন ও জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক

গর্ভবতী নারী ও কিশোরদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আসা নিষিদ্ধ ভারতের ঝুঁকিবহুল শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুরক্ষা আরও শক্তিশালীকরণ খনিজ, পেট্রোলিয়াম, ধাতুবিদ্যা, রাসায়নিক এবং ভারী উৎপাদনশিল্প ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব শিল্পে বহু শ্রমিক উচ্চ-ঝুঁকির পরিবেশে কাজ করেন। শ্রমিকদের জন্য আরও শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী নিরাপত্তা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার ২৯-টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি শ্রম বিধি প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ বিধি, ২০২০ (OSH&WC)-এর অধীনে ঝুঁকির মূল্যায়ন, বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE), জরুরি পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে এক সংহত ও প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংস্কার নিরাপত্তা প্রটোকলকে শক্তিশালী করেছে, ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থাগুলিকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং নিয়োগকর্তাদের দায়বদ্ধতাকে আরও সুস্পষ্ট করেছে, পাশাপাশি বিধিবিধান মেনে চলার পথকে করেছে সহজ, ও স্পষ্ট। নতুন কাঠামোর লক্ষ্য হল, কর্মক্ষেত্রকে আরও নিরাপদ করা, শ্রমিকদের অধিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়', প্যাটিস কাণ্ডে হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় দুই প্যাটিস বিক্রেতা ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ৩ অভিযুক্তকে এবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত রবিবার ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তার ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।এছাড়া মানুষকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফর্ম ফিলাপ করার পক্ষে সওয়াল করেন। আর ডেকে পাঠালে যেতে বলেছেন তিনি নাগরিকদের। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন মঞ্চে ছিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এখান থেকে সুর সপ্তমে তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা তালিকা দিয়ে ভোট করাবেন? যা ইচ্ছে করুন, কিছু করতে পারবেন না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ভিক্ষা চাই না। আদালতের নির্দেশ পেয়ে ছ'মাস ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ একটা নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্র। রাস্তা তৈরির টাকাও বন্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভাল কাজ করলেও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা। কেন্দ্রের টাকা রাজ্যের লাগবে না। রাজ্য নিজের অর্থে ১০০ দিনের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।'নদিয়ার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে এই ঘটনা নিয়ে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আরএসএস ঘনিষ্ঠ সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। ওইদিন ব্রিগেডে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গিয়েছিলেন দু'জন। একজন আরামবাগের বাসিন্দা শেখ রিয়াজুল। অপরজন তপসিয়ার মহম্মদ সালাউদ্দিন। এখানেই কয়েকজন যুবক তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। কান ধরে ওঠবোস করানো থেকে শুরু করে বাক্সে থাকা সমস্ত প্যাটিস ফেলে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গীতাপাঠ আমরা সবাই করি। তার জন্য পাবলিক মিটিং করার কী আছে? সবকটাকে গ্রেফতার করেছি! এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়। গরিব মানুষের রুটি-রুজিতে কোপ মেনে নেব না। যার যা ইচ্ছে বিক্রি করবে। কারও গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। বাংলায় এমন সংস্কৃতি নেই।'

অন্যদিকে এসআইআর করে বিহারে যা করা গিয়েছে সেটা বাংলায় করা যাবে না বলে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর নিয়ে বিজেপি সবরকম চেষ্টা করলেও ফল মিলবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। দাঙ্গাবাজদের কাছে প্রমাণ করা হবে না নাগরিক কিনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিএসএফের ধারেকাছে যাবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এক চোখে দুর্যোধন, অপর চোখে দুঃশাসন। বিহার পারেনি, বাংলা পারবে। রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। বিজেপির তাঁবেদারির জন্য আধার কার্ড চলবে? ইয়েস স্যার।'

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেত্রিশতম পর্ব)

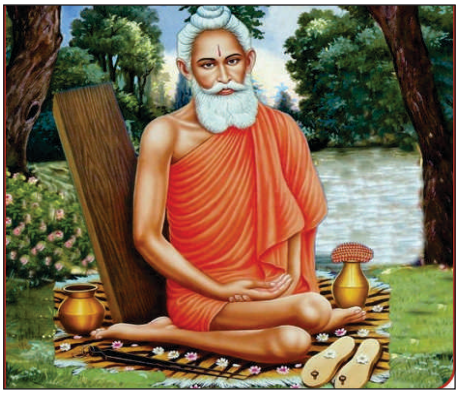

গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নাই। তাই এই ধরণের সাইকোলজিকাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেও অযৌক্তিক হয় না। তাই ঈশ্বর দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তির সমকক্ষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই বা হতে পারে না। অনেক যোগী, ঈশ্বরের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করতে পারেন সাধনার মধ্য দিয়ে। এবং তার জন্যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তার সঙ্গে টিকিট সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করেছে ভারতীয় রেল

নতুন দিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

ভারতীয় রেলে সংরক্ষিত টিকিট বুকিং ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ আইটি প্ল্যাটফর্ম, যা অত্যাধুনিক সাইবার নিরাপত্তার অধীন। সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নত করা এবং সাধারণ ও তৎকাল টিকিট পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রেল একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে।

১. ২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে ৩.০২ কোটি সন্দেহজনক ইউজার আইডি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

২. একেএএমএআই-এর মতো অ্যান্টি-বট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

৩. তৎকাল বুকিং-এর অপব্যবহার কমাতে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে আধার ভিত্তিক ওটিপি-র মাধ্যমে অনলাইন তৎকাল টিকিট বুকিং-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছে পর্যায়ক্রমে। ০৪.১২.২০২৫ পর্যন্ত ৩২২টি ট্রেনে ইতিমধ্যেই এটি কার্যকর।

৪. ০৪.১২.২০২৫ পর্যন্ত ২১১টি ট্রেনে তৎকাল বুকিং-এর জন্য আধার ভিত্তিক ওটিপি চালু হয়েছে রিজার্ভেশন কাউন্টারে।

৫. এর ফলে, ৯৬টি জনপ্রিয় ট্রেনের প্রায় ৯৫ শতাংশেই কনফার্ম তৎকাল টিকিট পাওয়ার সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. সন্দেহজনক পিএনআর-এর জন্য ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অভিযোগ জমা পড়েছে।

৭. নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়ালস, ইন্ট্রুশন প্রিভেনশন সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন ডেলিভারি কন্ট্রোলার এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়ালসের মতো একাধিক সুরক্ষা স্তর ব্যবহার করা হচ্ছে সাইবার

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

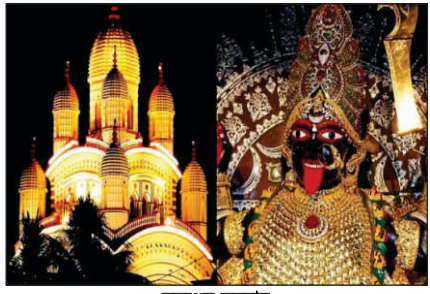

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার পূজা ও সাধনার জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। তন্ত্রগ্রন্থে বজ্রবারাহীকে শ্রীহেরুক দেবের অগ্রমহিষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বজ্রবারাহীর গায়ের রং লাল এবং ইনি দিগ্‌বসনা, একমুখা এবং দ্বিভুজা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

শ্রম বিধি ঝুঁকিবহুল শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিরাপত্তা আরও মজবুত করেছে

ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য আরও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঝুঁকিবহুল প্রক্রিয়ায় যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সুবিধা

ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া বা শিল্পে, যেমন রাসায়নিক, বিস্ফোরক, গ্যাস, বিকিরণ, খনন, নির্মাণ, ডক এবং ভারী প্রকৌশল ক্ষেত্রে, নিযুক্ত সকল শ্রমিক OSH&WC-এর আওতায় সুরক্ষিত।

নিরাপত্তা মানদণ্ডঃ

এই বিধিতে নির্দেশিত হয়েছে যে ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও পরিবহন জাতীয় মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হবে। নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ঝুঁকি মূল্যায়ন, অনুমোদন গ্রহণ এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা বজায় রাখা নিয়োগকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুরক্ষাঃ

নতুন শ্রম বিধি অনুযায়ী কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার আগে, কর্মকালীন নির্দিষ্ট সময়ে এবং ঝুঁকির সংস্পর্শ-পরবর্তী চিকিৎসা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। সকল শ্রমিকের জন্য বার্ষিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালু করা হয়েছে, যা পেশাগত রোগ চিহ্নিতকরণ সহজ করে এবং চিকিৎসার খরচ কমায়, পাশাপাশি, একটি সুস্থ এবং আরও উৎপাদনশীল কর্মশক্তি গঠনে সহায়তা করে।

সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থাঃ

নিয়োগকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে হেলমেট, গ্লাভস, রেস্পিরেটর-সহ প্রয়োজনীয় PPE সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতাঃ

এখন ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তি বিষয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষাঃ

সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০ (SS)/ESIC অনুযায়ী পেশাগত রোগ বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকরা ইএসআইসি-র অধীন চিকিৎসা সুবিধা, পেশাগত রোগ ও আঘাতজনিত সুবিধা, অক্ষমতা সুবিধা, নির্ভরশীলদের সুবিধা, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মদুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ এবং বার্ধক্য সুরক্ষা (পেনশন) পাবেন।

বিশেষ অধিকারঃ

OSH&WC কোডে শ্রমিকদের এমন বিপজ্জনক কাজ প্রত্যাখ্যানের অধিকার স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, যা গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাকে তদন্ত বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে এবং শ্রমিককে কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না। গর্ভবতী নারী ও কিশোরদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ততা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অনুমোদিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা তদারকি বাধ্যতামূলক।

পূর্ববর্তী আইন বনাম নতুন শ্রম বিধি : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আগে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন বিধান এবং দুর্বল প্রয়োগব্যবস্থার আওতায় সীমিত পরিসরের চিকিৎসা সুরক্ষা পেতেন। এখন, OSH&WC কোডের অধীনে একটি সংহত ও প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেখানে মানসম্মত নির্দেশনার পাশাপাশি, বার্ষিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ, PPE, জরুরি পরিকল্পনা ইত্যাদির বিধান রয়েছে।

আইনগত কাঠামো

আগে কারখানা আইন (বিপজ্জনক প্রক্রিয়া), খনি আইন, ডক শ্রমিক আইন, এবং ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক আইন (BOCW)-এর মতো বিভিন্ন আইনে পৃথক বিধান ছিল এবং প্রতিটির নিজস্ব ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা ছিল। এখন OSH&WC-এর অধীনে রাসায়নিক, জীববৈজ্ঞানিক ও ভৌত ঝুঁকি-বিশিষ্ট শিল্পগুলির জন্য একক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ডও নির্ধারিত হয়েছে। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং জরুরি প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো-ও প্রবর্তিত হয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া শনাক্তকরণ

আগে বিভিন্ন আইনের পৃথক তালিকা ও নিয়মের কারণে কার্যকর প্রয়োগ দুর্বল ছিল। এখন OSH&WC বিধির আওতায় একটি সুসংহত সময়সূচীতে অ্যাসবেস্টস, বিষাক্ত রাসায়নিক, কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি সকল ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়ার তালিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি, নিয়োগকর্তাকে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে পূর্ব-অবহিত করাও বাধ্যতামূলক।

জরুরি অবস্থা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি

আগে কোনো সুসংহত জরুরি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ছিল না এবং কারখানা পরিদর্শন দপ্তর বা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA)-এর নির্দেশিকার ওপর নির্ভর করতে হতো। এখন শ্রম বিধি কার্যকর হওয়ার ফলে প্রতিটি ঝুঁকিবহুল প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা, জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং ছয় মাস অন্তর মক ড্রিল পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সমন্বয়ও বাধ্যতামূলক।

পরিদর্শন ও প্রয়োগব্যবস্থা

বিভিন্ন আইনের অধীনে একাধিক পরিদর্শক সংস্থা ছিল এবং অস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল। এখন ঝুঁকি-ভিত্তিক ডিজিটাল পরিদর্শন, যৌথ পরিপালন নিরীক্ষা এবং লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান-সহ একটি সমন্বিত পরিদর্শক-সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

একটি আরও নিরাপদ ও সক্ষম শ্রমবাহিনী

নতুন শ্রম বিধি ভারতের কর্মক্ষেত্রকে আরও নিরাপদ, এবং জবাবদিহিমূলক করে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এটি এক বড় পরিবর্তন। শক্তিশালী নিরাপত্তা মানদণ্ড, সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা, কল্যাণ সুবিধা এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা, এসবের মাধ্যমে ভারত এমন একটি শ্রমব্যবস্থা গড়ে তুলছে যেখানে নিরাপত্তা কোনো বিশেষ সুবিধা নয়, বরং একটি নিশ্চিত অধিকার। আরও উৎপাদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী অর্থনীতির পথে এগোতে গিয়ে এই উদ্যোগ 'শ্রমেভ জয়তে'-র চেতনাকে প্রতিফলিত করে, যা প্রত্যেক শ্রমিকের পরিশ্রমকে সম্মান জানায়, যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

বিচার ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর

নতুন দিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

সরকার ই-কোর্টস প্রজেক্ট তৃতীয় পর্যায়ের রূপান্তর করছে। এর জন্য চার বছরে খরচ হবে ৭,২১০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪-এ ৭৬৮.২৫ কোটি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০২৯.১১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। বর্তমান অর্থবছর ২০২৫২-২৬-এ ৯০৭.৯৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

ই-কোর্টস প্রজেক্ট তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য পূর্বেকার এবং চলতি মামলাগুলির নথি ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ভারতীয় আদালতগুলিকে ডিজিটাল এবং কাগজবিহীন আদালতে রূপান্তর করা। সব আদালত, কারাগার এবং নির্দিষ্ট কিছু হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সুযোগ করে দেওয়া এবং অনলাইন আদালতের সুযোগ তৈরি করা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ই-সেবা কেন্দ্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার, ডিজিটাইজকৃত আদালতের নথি এবং আবেদনগুলির জন্য অত্যাধুনিক ক্লাউড ভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা এবং মামলার বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাসের জন্য এআই এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর) বহাল করা। ডিজিটাল কোর্টস ২.১ প্ল্যাটফর্ম বিচারপতিদের সুযোগ করে দেয় মামলা সংক্রান্ত সব নথি, শুনানি এবং সাক্ষ্য পাওয়ার, ফলে কাগজবিহীন আদালত ব্যবস্থার লক্ষ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ই-কোর্টস প্রজেক্টের তৃতীয় পর্যায়ের নিম্নলিখিত কয়েকটি সুবিধা -

১. ৯৯.৫ শতাংশ আদালত যুক্ত হয়েছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সঙ্গে।

২. কেস ইনফর্মেশন সিস্টেম (সিআইএস) ৪.০ রূপায়িত হয়েছে সব আদালতে।

৩. তাৎক্ষণিক ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ৪ লক্ষের বেশি এসএমএস এবং ৬ লক্ষের বেশি ইমেল হচ্ছে প্রতিদিন। ই-কোর্টস পোর্টালে দৈনিক ৩৫ লক্ষ হিট হচ্ছে। আদালতগুলি ১৪ কোটির বেশি এসএমএস পাঠিয়েছে মামলাকারী এবং আইনজীবীদের।

৪. ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত ২৯টি ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপিত হয়েছে।

৫. ই-কোর্টস সার্ভিসেস মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করেছে ৩.৩৮ কোটি মানুষ। এতে আইনজীবী এবং মামলাকারীরা মামলা ও শুনানির দিন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন।

৬. জাস্টিস অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন ২১,৯৫৫ জন।

৭. হাইকোর্টগুলি ২২৪.৬৬ কোটি পৃষ্ঠা এবং জেলা আদালতগুলি ৩৫৪.৮৭ কোটি পৃষ্ঠার নথি ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ করেছে।

৮. ৩,২৪০টি আদালত এবং ১,২৭২টি কারাগারে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত ৩.৮১ কোটি অনলাইন শুনানি হয়েছে।

৯. ১১টি হাইকোর্টে কাজকর্মের লাইভস্ট্রিমিং-এর ব্যবস্থা আছে।

১০. ৫,১৮৭টি আদালত ই-ফাইলিং পোর্টালে যুক্ত। ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত ৯২.০৮ লক্ষ মামলার ই-ফাইল হয়েছে।

১১. ই-পেমেন্টস ব্যবস্থায় কোর্ট ফি বাবদ ১,২১৫.৯৮ কোটি টাকার ৪৯.২ লক্ষ লেনদেন এবং জরিমানা বাবদ ৬১.৯৭ কোটি টাকার ৪.৮৬ লক্ষ লেনদেন হয়েছে।

১২. ১,৯৮৭টি ই-সেবা কেন্দ্র কার্যকর।

১৩. ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যান্ড ট্র্যাকিং অফ ইলেক্ট্রনিক্স প্রসেসেস (এনএসটিইপি) ব্যবস্থায় কোর্টগুলি ৬.২১ কোটি ই-প্রসেস করেছে।

১৪. জাজমেন্ট সার্চ পোর্টালে আছে ১.৬৯ কোটি রায়।

১৫. এস.৩ডব্লু.এ.এ.এস. প্ল্যাটফর্মে আছে ৭৩০টি জেলা আদালত ওয়েবসাইট।

১৬. আদালতকে কাগজহীন করে তুলতে ডিজিটাল কোর্টস ২.১ অ্যাপের পরীক্ষা চলছে।

এছাড়া ইন্টার অপারেবল ক্রিমিন্যাল জাস্টিস সিস্টেম (আইসিজেএস)-এ ২০২৫-এ ন্যায় শ্রুতি অ্যাপ চালু হয়েছে। ই-সাক্ষ্য প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে সাক্ষ্যের ডিজিটাল রেকর্ডিং শুরু হয়েছে।

অনেকটাই অগ্রগতি হলেও ডিজিটাল রূপান্তর কার্যকরী করতে কিছু সমস্যাও এখনও রয়ে গেছে। তার মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেমন – বিচারক, আদালতকর্মী, আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কর্মসূচি। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে।

আজ রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।

(৪ পাতার পর)

শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তার সঙ্গে টিকিট সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করেছে ভারতীয় রেল

আক্রমণের মোকাবিলায়।

সাইবার নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে রেলটেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বহাল করেছে সার্বিক সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস।

৮. নথিভুক্ত ইনফর্মেশন সিকিউরিটি অডিট সংস্থা নিয়মিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার নিরাপত্তা অডিট করছে।

বিভিন্ন মহল থেকে সময়ে সময়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ, পরামর্শ, স্মারকলিপি পাওয়া যায়। সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা একটি চলতি প্রক্রিয়া।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

সিনেমার খবর

বিবাহবার্ষিকীতে প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা নিকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিবাহবার্ষিকীর বিশেষ দিনে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা শেয়ার করলেন মার্কিন পপ তারকা নিক জোনাস।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করা ছবিতে প্রিয়াঙ্কার মুখ দেখা না গেলেও তার গ্ল্যামারাস উপস্থিতি ফুটে উঠেছে এক ঝলকে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রীর পিঠের দৃশ্য। ছবি অস্পষ্ট হলেও নিকের ভালোবাসা স্পষ্ট।

পোস্টে নিক লিখেছেন, 'আমার স্বপ্নের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সাত বছর।'

এ যুগল সবসময়ই জন্মদিন, বার্ষিকী কিংবা বিশেষ উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে ভোলেন না।

নিক-প্রিয়াঙ্কার প্রেমকাহিনীর শুরু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (তৎকালীন টুইটার)। নিকের ইনবক্সে পাঠানো প্রথম মেসেজের পর প্রিয়াঙ্কা নিজের নম্বর দেন, আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাদের কথোপকথন।

২০১৭ সালের ভ্যানিটি ফেয়ার অস্কার পার্টিতে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। একই বছর মেট গালায় আবারও একসঙ্গে দেখা যায়। এরপর ২০১৮ সালে তাদের ডেটিংয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে।

সেই বছরই লন্ডনে প্রিয়াঙ্কার জন্মদিনে নিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আর ১-২ ডিসেম্বর যোধপুরের উমেদ ভবন প্রাসাদে দুই পরিবারের রীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয় তাদের রাজকীয় বিবাহ।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে জন্ম নেয় তাদের মেয়ে মালতি মারি চোপড়া জোনাস।

দীপিকার ৮ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন মাধুরী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউডের অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। এই কারণে কিছু বড় প্রজেক্ট হাতছাড়া হয়েছে, যেমন সন্দীপ রেড্ডির 'স্পিরিট' এবং নাগ অশ্বিনের 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' সিক্যুয়েল। তবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন দীপিকা।

এ বিষয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন বলিউডের কিংবদন্তি মাধুরী দীক্ষিত। এক ইন্টারভিউয়ে মাধুরী বলেন, 'মিসেস দেশপাণ্ডে ছবির শুটিংয়ের সময় আমি দৈনিক ১২ ঘণ্টা শুটিং করতাম, কখনও কখনও তার থেকেও বেশি। আমি ওয়ার্কহোলিক, তাই এটা করতে পেরেছি। কিন্তু কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে চায়, সেটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।'

দীপিকা আগেই জানিয়েছিলেন, অনেক পুরুষ অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরে ৮ ঘণ্টার শিফটে কাজ করছেন। তিনি বিশেষভাবে অক্ষয় কুমারের উদাহরণ দিয়েছেন। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের সমস্যাগুলোর কথাও উগরে দিয়েছেন। দীপিকা বলেছিলেন, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে এমন অনেক ত্রুটি আছে, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

নিজেকে এখনও 'সস্তা শ্রমিক' মনে হয়: মনোজ বাজপেয়ী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে তিন দশকের সফল পথচলায় মনোজ বাজপেয়ী নিজের অভিনয়ের জোরে জায়গা করে নিয়েছেন 'আইকনিক' অভিনেতাদের তালিকায়।

'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিরিজ তাকে নতুন প্রজন্মের কাছেও জনপ্রিয় করে তুলেছে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর সাফল্য সত্ত্বেও পারিশ্রমিকের দিক থেকে তিনি এখনো বলিউড সুপারস্টারদের থেকে বেশ পিছিয়ে। এ কথাই জানালেন মনোজ।

সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শাহরুখ খান বা সালমান খানের মতো তারকাদের যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তার কাছে পৌঁছাতেও তিনি পারেননি। দুই বছর আগেও 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর সাফল্যের পর নিজেকে 'সস্তা শ্রমিক' মনে করি।

মনোজের ভাষায়, 'আমি যতই পারিশ্রমিক পাই না কেন, তা যথেষ্ট নয়। বড় তারকাদের তুলনায় আমি এখনো অনেকটা দূরে। সেই লক্ষ্যেই আমি লড়াই করে যাচ্ছি।'

তবে নিজের অবস্থান নিয়ে তিক্ত নয় তিনি। বরং বাস্তবতা মেনে নিয়েই কাজ করেন। "আমরা কখনো কখনো কম টাকা নিই যাতে ছবিটা বানানো সম্ভব হয়। ভেতরের শিল্পীসত্তাকে মূল্য দিতে হয়," —বললেন অভিনেতা।

জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই তারকা বলেন, 'ছোট বাজেটের ছবিতে গল্পের প্রতি বিশ্বাস রাখাই তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। 'একবার কোনো গল্পে "হ্যাঁ" বললে আমি প্রাণ উজাড় করে কাজ করি। কখনো পিছাই না।'

১৫ বছর পর ফের বিজয় হাজারে ট্রফিতে কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর ওয়ানডে সিরিজের মাঝে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন বিরাট কোহলি। আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির জার্সিতে মাঠে নামবেন ভারতের ব্যাটিং গ্রেট। সবশেষ তাকে পঞ্চাশ ওভারের এই প্রতিযোগিতায় দেখা গেছে দেড় দশকের বেশি সময় আগে।

ভারতের হয়ে এখন শুধু ওয়ানডেতে খেলেন কোহলি। তাই পঞ্চাশ ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরছেন ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। যেহেতু বিসিসিআইয়ের (বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া) চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নির্দেশনা আছে, তাই আগামী ২৪ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে শুরু হতে যাওয়া বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। এই আসরে কোহলির খেলার কথা ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোকে নিশ্চিত করেছেন দিল্লি ও ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সচিব অশোক শর্মা।

রাঁচিতে গত রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১১ চার ও ৭ ছক্কায় ১২০ বলে ১৩৫ রানের ম্যাচ জয়ী ইনিংস খেলেন কোহলি, যা এই সংস্করণে তার ৫২তম সেঞ্চুরি। এই সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ও আগামী শনিবার। বিজয় হাজারে ট্রফি শুরুর আগে তাই কোহলির হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে। তবে আসরের প্রাথমিক পর্বে দিল্লির সাত ম্যাচেই তিনি খেলবেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ম্যাচগুলো হবে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। দেশের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ওয়ানডে সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি।

এই ধাপে দিল্লি পাঁচটি ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠ আলুরে। বাকি দুটি ম্যাচ তারা খেলবে কোহলির আইপিএল দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হোম গ্রাউন্ড এম চিন্নাসোয়ামি স্টেডিয়ামে। কোহলি সবশেষ দিল্লির হয়ে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে খেলেছেন ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে, এনকেপি সালভে চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে। সেখানে অন্য দুটি দল ছিল ভারত নীল ও ভারত লাল দল।

আর সবশেষ বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছেন তিনি ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। সার্ভিসেসের বিপক্ষে ওই ম্যাচে ১৫৪ বলে ১৪৮ রানের ইনিংস খেলে দিল্লির জয়ের নায়ক মিঠুন মানহাস এখন বিসিসিআইয়ের সভাপতি। ওই দুটি টুর্নামেন্টেই দিল্লিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোহলি।

প্রায় ১৬ বছর পর আবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে দেখা যাবে তাকে। এই প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ৬৮.২৫ গড় ও ১০৬.০৮ স্ট্রাইক রেটে তার রান ৮১৯। তিনটি ফিফটির পাশে সেঞ্চুরি আছে চারটি। এই বছরের শুরুতে তিনি দিল্লির হয়ে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা রাঞ্জি ট্রফিতে ফেরেন ১২ বছর পর।

আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নিলেন ম্যাক্সওয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএলের আগামী আসরে খেলতে দেখা যাবে না অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। নিলামের শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে নিজের নাম সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

ম্যাক্সওয়েল ২ ডিসেম্বর ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন স্টোরির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'অনেক স্মরণীয় মৌসুমের পর, এই বছর নিলামে আমার নাম রাখার সিদ্ধান্ত নেই। এটি অনেক বড় সিদ্ধান্ত, তবে আইপিএলের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। এই লিগ আমাকে একজন ক্রিকেটার ও মানুষ হিসেবে উন্নতিতে সাহায্য করেছে। বিশ্বসেরা সতীর্থদের সঙ্গে খেলা, অসাধারণ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা এবং অসাধারণ সমর্থকদের সামনে পারফর্ম করা, এগুলো সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে।'

ম্যাক্সওয়েল আইপিএলে ১৪ মৌসুমে চার ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১৪১ ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট হাতে করেছেন ২৮১৯ রান এবং ১৮টি ফিফটি, সর্বোচ্চ ইনিংস ৯৫। বল হাতে নিয়েছেন ৪১ উইকেট।

এবারের আইপিএল নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ডিসেম্বর, তবে ম্যাক্সওয়েলের নাম থাকছে না। একই সঙ্গে ফাফ ডু প্লেসিস ও আন্দ্রে রাসেলও এ নিলামে অংশ নিচ্ছেন না। ডু প্লেসিস নিজেই নাম সরিয়ে নিয়েছেন, আর রাসেল অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন।

আইপিএলের আগামী আসরের পর্দা উঠবে আগামী বছরের ১৫ মার্চ।

২০২৬ বিশ্বকাপে ভিএআর নিয়ে বড় পরিবর্তনের পথে ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিশ্বকাপে ভিএআর ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে ফিফা। কর্নার-গোলকিকের মতো ম্যাচ-পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্তে ভুল কমাতে নতুন ফিচার যোগের প্রস্তাব করেছে ফুটবলের আইন নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইএফএবি।

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর বিশ্বকাপেই পরীক্ষামূলকভাবে এসব প্রয়োগ হতে পারে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ ও দ্য গার্ডিয়ান।

বর্তমানে কর্নার না গোলকিক—এই সিদ্ধান্ত রেফারির একক কর্তৃত্বের বিষয়। নতুন নিয়ম পাস হলে সন্দেহজনক অবস্থায় ভিএআর সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে, বিশেষ করে সেই সিদ্ধান্ত থেকে যদি গোলের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

এছাড়া 'অবজেকটিভ রিভিউ' কার্যকর করে বল পুরোপুরি বাইরে গেছে কি না, শেষবার কে বল স্পর্শ করেছে এমন সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তেও প্রযুক্তিগত সহায়তা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আইএফএবির। সংস্থাটির দাবি, এসব পরিবর্তনের লক্ষ্য একটি শক্তিশালী 'সেফটি নেট' তৈরি করা, যাতে ভুল কর্নার বা ভুল সিদ্ধান্ত বড় ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব না ফেলে। তবে রেফারিদের একটি অংশ আশঙ্কা করছে, আরও বেশি রিভিউ ম্যাচের গতি মন্থর করে দিতে পারে।

আগামী মার্চে আইএফএবির বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাবে। তখনই জানা যাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে ভিএআর নতুন রূপে হাজির হবে কি না।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR